মানব কাব্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

প্রণীত।

বর্দ্ধমান

অধ্যনাযন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৩ সাল

১০ ই চৈত্র।

শোধনী।

পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	উর্দ্ধতে	উর্দ্ধেতে
৬	১৩	রূপ	রূপে
ঐ	১৮	রাজা	রাজ্যে
৫	১	ললাট	ললাটে
৭	৯	লীলাম্বর	নীলাম্বর
ঐ	২১	জাগ, জাগ	জাগ, মাগো
		জাগ, জাগ	জাগ, জাগ
১১	১৮	বুলে	ঝুলে
১৫	১৬	রঙ্গি	রঙ্গ
১৯	২০	রমিনী	রমণী
২০	৭	বাসর	বাসব
২০	১৩	হেমাদ্রি	হিমাদ্রি
ঐ	১৫	শ্রোত	স্রোত
২২	১	শ্বেত	নীল
২৭	১২	প্রতাপ	প্রতাপে
২৯	৬	পার্থিব	পার্থিব

নির্ঘণ্ট।	পত্রাঙ্ক।
মজ্জা অস্থি শুক্রগত লক্ষণ	১৪
মৃত্যু উপদ্রব	ঐ
বিষ কালবিশেষে ভিন্ন লক্ষণ নাহ	ঐ
তদ্‌যথা লক্ষণ নির্ণয়	১৫
দূষীবিষস্য লক্ষণ	ঐ
বিষ সাধ্য অসাধ্য জাপ্য লক্ষণ	১৬
লূতাদি ষোড়শ প্রকার বিষধর দষ্ট উপদ্রব	১৭
সর্ব্বপ্রকার দূষীবিষের কর্ম্ম	১৮
দূষীবিষে প্রাণান্তকৃৎ লক্ষণ	ঐ
আখুর দূষীবিষ লক্ষণ	১৯
মূষিক বিষে উপদ্রব	ঐ
কৃকণ্টক বিষে উপদ্রব	ঐ
বৃশ্চিক বিষে উপদ্রব	২০
কুক্কুর বিষে উপদ্রব	ঐ
কণভ দংশনে উপদ্রব	ঐ
চিটীঙ্গ দংশনে উপদ্রব	২১
মণ্ডূক দংশনে উপদ্রব	ঐ
মৎস্য বিষে উপদ্রব	ঐ
জলৌকা বিষে উপদ্রব	ঐ।
গৃহগোধিকা বিষে উপদ্রব	২২
শতপদী বিষোপদ্রব	ঐ
মশক দংশনে উপদ্রব	ঐ

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
মাক্ষিক দংশনে উপদ্রব	২২
চতুষ্পদ নখদন্ত বিষোপদ্রব	২৩
বিষদোষ প্রশান্ত লক্ষণ	ঐ
বিষ ক্ষয় পরীক্ষা	ঐ

ইতি উপদ্রব নির্ণয় নাম প্রথম
পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

অথ রোগী নির্ণয় নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

বৈদ্যের লক্ষণ	২৫
অনধ্যায়ে বৈদ্য যথা	ঐ
বৈদ্যের নরক ফল	ঐ
জীববোধ——অন্যচ্চ	ঐ
জীবভেদ	২৬
স্ত্রীপুং নপুংসক জ্ঞান	ঐ
জীবের সময় বিশেষে আঘাত স্থান নিরূপণ	ঐ
ভারানুসারে দষ্টস্থান নির্ণয়	২৭
দংশনে অঙ্গ দিগ নিরূপণ	২৮
রোগীর মৃত্যুজ্ঞান	ঐ
শুভজ্ঞান	২৯
মতান্তরে শুভাশুভ জ্ঞান	ঐ
বৈদ্যালয়ে দূতদ্বারায় রোগীর শুভাশুভজ্ঞান	৩০
দূতের প্রশ্ন দ্বারায় শুভাশুভ বোধ	ঐ

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
শুভ নির্ণয়	৩১
বৈদ্যের যাত্রা বিধি গমনে শুভাশুভ জ্ঞান	ঐ
অন্যচ্চ	৩২

জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে রোগী নির্ণয় নাম বৈদ্য বিদ্যা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

কৌতুক চিকিৎসা নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সূত্র বচন	৩৩
সামান্য কৌতুক বিদ্যার কালে সকলের মনোনীত কথন	ঐ
তন্ত্র ও মন্ত্রের প্রয়োজন কথন	৩৪
মন্ত্রার্থঃ	ঐ
তাগাবন্ধনবিবরণ প্রকরণ ও তাৎপর্য্য	৩৫
হাতচালা ঐ ঐ ঐ	৩৬
বিষ পারুখ ভুমে চাপড় ঐ ঐ	৩৮
চিলচালা ঐ ঐ ঐ	৪৫
জলদর্পণ বিদ্যার বিবরণ ঐ ঐ	৪০
সর্প ও ভয়ানক ও স্বমুখ দর্শনের হেতু	৪৩
বিষক্ষয় প্রকারং	৪৪
অগ্নিক্রিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মজাল মন্ত্রের প্রকরণ ও তাৎপর্য্য	৪৫
বায়ুক্রিয়া অর্থাৎ ফুৎমন্ত্রাদি ঐ ঐ	৪৭

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

আকর্ষণ ও চুম্বক মন্ত্র ঐ ঐ ৪৭
পোঁছন মন্ত্র ঐ ঐ ৪৮
টিপ্পনি মন্ত্র ঐ ঐ ৪৯
গামছা পড়া ওচাপড়া মন্ত্র ঐ ঐ ৫০
চুণপড়া ও পাঠঠানা মন্ত্র ঐ ঐ ৫১
সরাপড়া মন্ত্র ঐ ঐ ৫২
জলপার প্রকরণ মন্ত্র ৫৩
শীতল ও উষ্ণোদকের বিবরণ ৫৪
বিষক্ষয় ঔষধ যোগ ঐ
ইংরাজী জেন্টইন ওয়াসিরাটিংচর ঔষধের
বিবরণ ৫৫

ইতি কৌতুক চিকিৎসা নাম তৃতীয়োঽধ্যায়।

প্রাণপ্রদায়িনী নাম চতুর্থোঽধ্যায়।

গৌরীকজ্জলিতন্ত্রোক্ত সূত্র ভগবতীর প্রশ্ন ৫৬
ঈশ্বরের উত্তর চিকিৎসার বিবরণ ও কালের
ওষধি সংগ্রহ কথন ঐ
ঋতুভেদ সময় নির্ণয় ৫৮
মূলিকা ছেদন মন্ত্র মাহ ও ঔষধ ভক্ষণ মন্ত্র ৫৯
ঔষধের ক্রম ঐ
মহৌষধি নিরূপণ ৬০

ইতি মূলিকা গ্রহণ বিধি সমাপ্তঃ।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
স্থাবর ও জঙ্গম বিষের ক্রম	৬০
উভয় বিষনাশক ঔষধি	৬১
সকল প্রকার বিষ নাশক ঔষধি যোগ	ঐ
বিষনাশক লেপনৌষধি বিবরণ দধি মধু নবনি ইত্যাদি	৬২
মহাকাল মূল ওষধি	ঐ
বরুণামূল ঐ	ঐ
ত্রিশূলাদি ও কর্কটি ও শিরীষাদিত্যাদি	৬৩
বীজমালা তন্ত্রোক্ত ধরণী বন্ধন মন্ত্র	ঐ
লেপ বা পান করণ ওষধি	৬৪
লেপ বা পান অথবা হস্তে বন্ধন ওষধি	৬৫
পান বা নস্য বা অশ্বে বা অঞ্জনে অথবা লেপনৌষধ	ঐ
কেবল নস্যং	ঐ
পানৌষধং	৬৬
তণ্ডুলিয়ক মূলাদি ৩ প্রকার	ঐ
গৃহধূম ও রজন্যাদি	৬৭
স্বর্ণ আদি লেহ	৬৭
গোঘৃত পান	৬৭
কীটাদি বিষে বচাদি চূর্ণ	ঐ
বিষবজ্ররস	৬৮
ভীম রুদ্ররস	ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
গোসাঁপ ও শৃঙ্গিধারি বিষে ও কৌড়ি বিষে	৬৭
বিড়াল বিষ	ঐ
মূষিক বিষ	৭১
কৃকণ্টক ও কণভ ও চিটিঙ্গ ও শতপদী বিষ	ঐ
বৃশ্চিক বিষনাশক ওষধি	ঐ
গৃহগোধিকা বিষ ঐ ঐ	৭২
কুক্কুরবিষে	৭২
শৃগালবিষে	৭৩
ভেক গরলে	৭৪
মীনবিষে	৭৪
মশকবিষে	৭৪
জলৌকা বিষে, মধুমাক্ষিক বিষনাশক ওষধি	৭৫
ভীমরুল ও বোলতা বিষে	ঐ
চতুষ্পাদ নখদন্ত বিষে ও কীট মাত্র বিষে	ঐ
বিষপান চিকিৎসা	ঐ

দষ্টবিষে উপদ্রব চিকিৎসা।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
বিষ ব্রণে বিসর্প দোষে বা গরলে	৭৭
বিষ শোথে ও মৌও ফুলাতে	৭৯
দাহে সর্ব্বগন্ধাদি। ও মূর্চ্ছায়াং ও সর্ব্বাঙ্গ বেদনে	ঐ

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
উদর বেদনে হিক্কায়	৮০
ছর্দ্দী ও রক্তছর্দ্দী এবং লাল নির্গতে	৮১
ভগ্ননেত্রে কম্পনে বা অঙ্গ শীতলে	৮২

সর্প হইতে রক্ষা ওষধি	৮২

ইতি প্রাণপ্রদায়িনী নাম চতুর্থ অধ্যায়।

ইতি মৃত্যুসঞ্জীবনী আখ্যা বিষ অধ্যায় সমাপ্তঃ।

উপহার।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত নন্দলাল মৈত্র

ভ্রাতা মহাশয়েষু।

আপনকার স্বর্গীয় মৈত্রতায় আমি ইহজীবনে যে দেবসুখ লাভ করিয়াছি তাহা আমার চিত্তে চির-মুদ্রিত রহিয়াছে। আপনাকে তদুপযুক্ত কি উপহার প্রতি দান করিব? মাদৃশ দরিদ্র জনের অধঃস্থায়ী-চিত্তভূমিতে যে কথঞ্চিৎ ক্ষীণগন্ধ প্রীতি কুসুম উৎপন্ন হয়, তাহার সৌরভ আপনকার অত্যুচ্চ হৃদয়াকাশে উত্থিত হইবার যোগ্য নহে। তথাপি আপনার কুসুম-প্রিয়তা কোন গন্ধ ও মধুহীন-পুষ্পকেও কখন পরিত্যাগ করে নাই; এই সাহসে আমি পূর্ব্বপুরুষগণের পরিত্যক্ত ও স্বকীয় ইহও পারলৌকিক অবস্থাক্ষেত্রজ কতিপয় স্খলিত গলিত ও কতিপয় অপরিস্ফুট পুষ্প চয়ন করিয়া গীতসূত্রে গ্রন্থন করত এই সামান্য কাব্য-পুষ্প-ময়ী-মালা আপনাকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলাম। যদি ইহার গ্রন্থন, গন্ধ ও দৃশ্য, প্রিয় বোধ না হয়, আমাকে স্বীয়গুণে ক্ষমা দান করিবেন।

বর্দ্ধমান
২৮ শ্রাবণ
ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৭।

আপনকার একান্ত প্রিয়
শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

মানব [illegible]।

অনুষ্ঠান।
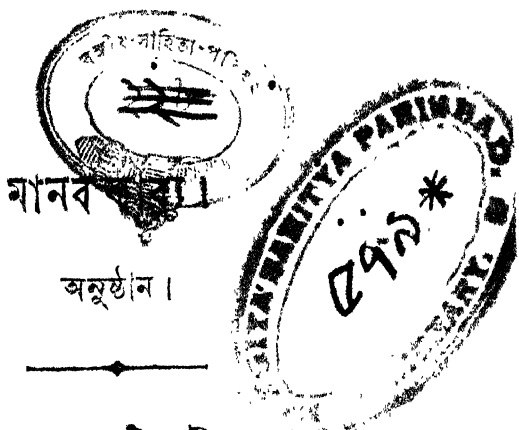
ঊর্দ্ধেতে অনন্তকোটী সৃষ্টির প্রকাশ।
প্রত্যহ ভাস্কর উদি করে তম নাশ॥
রাত্রে শোভে শশধর তারার মণ্ডলে।
মধ্যপথে উড়েমেঘ বায়ুর হিল্লোলে॥
নিম্নে সুবিস্তীর্ণ ধরা শৈল পারাবার।
পোষে জীব নানাজাতি আনন্দ অপার॥
হুঙ্কারে কন্দরবনে সিংহ ঐরাবত।
সাগরে তিমি উলটে জলের পর্ব্বত॥
বৃক্ষে বসি পিকবর পক্ষির প্রধান।
মহানন্দে প্রকৃতিরে শুনাইছে গান॥
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণী মহা আনন্দে সাজিয়া।
চৌদিগে পুরিছে ধরা নাচিয়া গাইয়া॥
সেজীবন্ত রাজ্যে জীব প্রবাহের মাঝে।
রতন মণ্ডিত রাজ সিংহাসন সাজে॥
তাহে বসি তুমি নর জীবের রাজন।
ধরিয়াছ করে দণ্ড ধরার শাসন॥

তবশক্তি হে মানব অচিন্ত্য তোমার।
মৃত্যু মাঝে থাকি কর অমৃত উদ্ধার॥
ক্ষুদ্র হয়ে লক্ষ্য তব দেবের ভবন।
পাপ কর ত্রাণদেন জগৎ শরণ॥
নিরাকার সাকার তোমাতে বিদ্যমান।
চিত ভূত দুইরাজ্য করে কর দান॥
অলক্ষ্য তবস্বরূপ আত্মাবল যারে।
ভানু যার রূপ নাহি দেখাইতে পারে॥
অচিন্ত্য শকতি যার শোভার কারণ।
প্রজ্ঞানের অধিকার করিল ধারণ॥
সেই অধিকার বলে জিনি ধরাতল।
স্থাপিলে চারু সাম্রাজ্য প্রতাপ প্রবল॥
দেহরাজ্যে, দীপ্ত তুমি জিনিয়া কেশরী।
উন্নত বদন তব সুধার লহরী॥
পশুকুল প্রাণদেয় তোমার পোষণে।
যোগায় বসুধা নানা শস্য প্রতিক্ষণে॥
বিধাতা নির্ম্মিত তুমি কৌশল অপার।
বহু ধনে পূর্ণ তব দেহের ভাণ্ডার॥
জীবনে তব প্রতাপ জ্বলন্ত অনল।
নমিছে তোমায় সিন্ধু সূর্য্য ধরাতল॥
তড়িৎ প্রস্তুত তব আদেশ পালনে।
বাষ্পীয় বিমান দ্রুত নিযুক্ত বাহনে॥

সমর বাণিজ্য জ্ঞান যজ্ঞ উপাসনা।
তোমার শকতি সদা করিছে ঘোষণা॥
বিজন রম্য তটিনী পল্লী তপোবন।
বিষয়ের জ্বালা তব করে নিবারণ॥
বৈরাগ্য প্রকাশে তব আত্মার মাধুরী।
ইন্দ্রালয় বিনিন্দিত পরমার্থ পুরী॥
আত্মার সাম্রাজ্য তব মুক্ত পরকাশ।
বৈজয়ন্তী ধাম সেই দেবের আবাস॥
উঠে জ্ঞান ভানু তথা হৃদি নভঃস্থলে।
ফুটে ফুল প্রেম বনে মতি ঝলমলে॥
পরমাত্মা বসি তব আত্মার মাঝারে।
বিধান মঙ্গল তব সমগ্র ব্যাপারে॥
প্রেম রূপ তথা তিনি তোমার জননী।
বাঁধেন প্রেমের ডোরে নিখিল ধরণী॥
অযুত কিরণ ছটা প্রজ্ঞান আলোকে।
উচ্চ করি তব আত্মা ধরিলা ভূলোকে॥
ফুটিল সে আত্ম আভা যথা সুরপুরী।
খেলিছে আত্মীয় রাজ্য আনন্দ লহরী॥
আশ্চর্য্য তব স্বরূপ অচিন্ত্য ব্যাপার।
অমৃতের প্রিয় পুত্র ধরণীর সার॥
অব্যক্ত তবস্বরূপ নরের ভবনে।
তবু দেখি কি আনন্দ তব আলোচনে॥

আকৃতি।

আকৃতি সাম্রাজ্যে তব আকার সুন্দর।
পঞ্চভূত সায়ে শোভে অতি মনোহর॥
আধারে গুরুত্ব তব বসিবার তরে।
স্বাধিষ্ঠানে সত্ত্ব গুণ প্রজাবৃদ্ধি করে॥
মণিপুরে কটিদেশ নত করে কায়।
অনাহত শব্দে হৃদি শোণিত যোগায়॥
বাস্প যন্ত্র নিন্দি তথা মহা বেগ ধরি।
ঘুরিছে শোণিত চক্র আয়ুর প্রহরী॥
কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ ডম্বুরু মধ্য প্রায়।
ভেদে শির দেহ হোতে, কিবা শোভা পায়॥
সমগ্র ভূধর হোতে চূড়া যেন সাজে।
হিরা খণ্ড যেন শোভে প্রবালের মাঝে॥
তরুকাণ্ডোপরি যেন, শাখা পত্র শোভে।
ফুটে ফুল অলি কুল ধায় মধু লোভে॥
তেমতি তব শরীরে সে মুখ মণ্ডল।
প্রকাশে জীবন্ত শোভা চন্দ্রমা উজ্জ্বল॥
নানা পশু পক্ষী তব আশ্রয় লইল।
তোমা লোভে গজবাজী অরণ্য ত্যজিল॥

ললাট যুগল রত্ন আজ্ঞা নাম ধরি।
প্রণমে প্রকৃতি দেবী কর যোড় করি ॥
প্রকাশে মনের ভাব মানব স্বভাব।
বুঝায় আত্মাকে ঐ সূর্য্যের প্রভাব ॥
তদূর্দ্ধে সৃজন স্থিতি মঙ্গল মুরতি।
ধরে পদ্ম সহস্রার মানব শকতি ॥
প্রধান পঙ্কজ সেই সহস্রেক ধারে।
স্রবে সুধা নাশে ক্ষুধা, মানব আধারে।
কর্ণিকার মাঝে তার, হিরণ্ময় কোষ।
আপনি সম্রাট তথা বৈসি আশুতোষ ॥
সহস্র প্রকোষ্ঠে শোভে উজ্জ্বল আগার।
নানা মণি রত্ন প্রভে চিন্তার ভাণ্ডার ॥
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রকোষ্ঠে শোভন।
সাজে সারি সারি সব সুখ নিকেতন ॥
জাগ্রত প্রকোষ্ঠে শুভ্র আলোক উজ্জ্বল।
দেয় প্রভা নিন্দি শত তপন মণ্ডল।
সংসারের নিত্য কর্ম্ম আনন্দ অপার।
দর্পিত বিশাল মূর্ত্তি বাণিজ্য ব্যাপার।
অপত্য স্নেহের ভাব ধর্ম্মের শাসন।
প্রতিমা অর্চ্চনা যজ্ঞ সত্য উপাসন ॥
সকল কার্য্যের ভাব বৈসি সে ভবনে।
জীবন্ত মঙ্গল বর্ণে সৃষ্টির রক্ষণে ॥

ঙ্গের ভার অন্তরালে স্বপ্নের আগার।
আদর্শে ভূর্ভুবর্লোক স্বর্গের ব্যাপার ॥
প্রকৃতি বিকৃতি দুই ভগ্নী তথা বসি।
মোহিছে ভুবন তারা ষোড়শী রূপসী ॥
মহামায়া প্রভাবেতে জিনে সর্ব্বলোকে।
দেখায় মানবে স্বর্গ যাদুর আলোকে ॥
সাঙ্খ্যদেয় জগতের প্রপঞ্চ ব্যাপার।
পুত্র, দারা; ধন, জন সকলি অসার ॥
তার পিছে হেরদেখ সুষুপ্তি নিখাত।
তমাচ্ছন্ন যতক্ষণ নাহয় প্রভাত ॥
আলো বিনা শান্তি দেবী প্রেমে তথাবসি।
নিদ্রালুকে শান্তি দেন সপ্তপদ্মে পশি ॥
আশ্চর্য্য তাঁড়িত তার জীবন্ত আদেশ।
ষড়পদ্ম ভেদ করি স্পর্শে সপ্তশেষ ॥
স্বয়ং সম্রাট শিব মঙ্গল বিধাতা।
ঊর্দ্ধ্বে বসি দেন তব কুশল বারতা ॥
ভবসুখ দুঃখে তিনি অটল থাকিয়া।
জাগান তোমারে সেই তার আকর্ষিয়া ॥
ইন্দ্রিয় অতীতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় আভাস।
অশরীরি হোতে তব শরীর প্রকাশ ॥
আত্মার যোগে জীবন বিজয়ি ভুবন।
তব আত্মা করে হৃদে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ ॥

দেখি তুমি কিমহত্ত্বে ধরায় বসিলা।
কিলক্ষ্য সাধিতে হেন শরীর ধরিলা॥
তব শুভ জন্ম পূর্ব্বে ধরি বহুদিন।
অন্ধকার ছিল ধরা জীবন বিহীন॥
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ প্রত্যহ উঠিত।
আত্মা নাহি সে গৌরব কেহ না বুঝিত॥
বহিত প্রফুল্লফুলে দেব সমীরণ।
প্রবাহিত সুপ্ত ভাবে নদী অগণন॥
মহাকায় নীলাম্বর সাগর বিশাল।
তমাচ্ছন্ন বক্ষ ফুলাইত চিরকাল।
ধরাতল পূর্ণছিল নিবিড় কাননে।
মুক্ত হোত মাঝে মাঝে দাবার দহনে॥
সেই ঘোর তম মাঝে প্রকৃতি জননী।
মূলশক্তি দেশকাল ভুবন গর্ভিনী॥
অজ্ঞান জীব প্রবাহে আছিলা শয়ান।
মুদিত তপন চন্দ্র অগ্নি ত্রিনয়ন॥
অজ্ঞান প্রবাহ শ্বাস প্রবল পবন।
সঞ্চারিত জীবে প্রাণ ভরিয়া ভুবন॥
পতঙ্গ বিহঙ্গ পশু গাইত সুরাগে।
সুপ্তা কুল কুণ্ডলিনী প্রকৃতির আগে॥
জাগ জাগো জাগ জাগ ঘুমাইওনা আর।
জীবে দিয়া জীবরাজ নাশ অন্ধকার

নরবিনা কে শোভিবে তোমার ভুবন।
রম্য হর্ম্ম্য নানা যানে অতি সুশোভন॥
জীবন্ত বাণিজ্য দর্প ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
শিল্প-বিদ্যা লোক-যাত্রা প্রকৃতি বিজ্ঞান॥
বিনাজ্ঞানে মহামেঘ ব্যাপ্ত চরাচর।
রাখিবে নির্জ্জীব তব ধরণী সুন্দর॥
উঠ মা জাগ্রন্ত হও নিদ্রা যাও কত।
প্রসব মানব সেই জ্ঞানের ভকত॥
সৃষ্টিমূলে সৃজিলেন যারে প্রিয়করি।
জীবসার ধাতুদিয়া ভবপতি হরি॥
নিহিত করিলা যায় তব গর্ভমাঝে।
সাজাইয়া মনোমত মনোহর সাজে॥
চন্দ্রসূর্য্য অনল জিনিয়া মরকত।
ঊর্দ্ধের গৌরব তারা হিরা শত শত॥
প্রভাকরে জ্ঞান যার মনের রাজতি।
কম্পিছে ধরণী গণি যাহার শকতি॥
আইল যাহার অগ্রে এই পশুকুল।
গিরিতুল্য কায় ধরি বিক্রম বিপুল॥
বিজয়িতে ধরণীর অস্বাস্থ্য কারণ।
পঞ্চভূত শঙ্করে যা বহে প্রতিক্ষণ॥
লক্ষ লক্ষ বর্ষ মহা দীর্ঘকাল ধরি।
ধরার বিগুণ সেই পশুকুল হরি॥

স্থাপিয়াছে নরভোগ্য রাজ সিংহাসন ;
দেও মা সে নরে মোরা করিব বরণ ॥
এত শুনি প্রকৃতির হইল চেতন ।
নাশিয়া অজ্ঞান ঘোর তমসা বরণ ॥
জৃম্ভিয়া বদন মাতা অলস আবেশে ।
মহামেঘ ভেদি শত তড়িৎ প্রকাশে ॥
বহিল নির্ঘোষ তার প্রলয় হুঙ্কারে ।
ঘোর ঘন ঘর্ম্মরূপে সুধাবৃষ্টি করে ॥
ভুরেগেল তমাচ্ছন্ন প্রকৃতি বরণ ।
উঠিয়া বসিলা মাতা মোহিত ভুবন ॥
উন্মীলিয়া ত্রিনয়ন গগণ ফলকে ।
সূর্য্য চন্দ্র সৌদামিনী ভুবন চমকে ॥
সুরভি উৎফুল্ল ফুল ফুটিল কাননে ।
মঙ্গল আচার করে অলি রাজ গণে ॥
শুভক্ষণে কমলগর্ভা প্রকৃতি জননী ।
প্রসবি তোমায় নর শোভিলা ধরণী ॥
তব আগমনে মর্ত্ত্যে জীবন রহিল ।
কালীয় প্রকৃতি মুখ প্রফুল্ল হইল ॥
ধরায় মানব রাজ্য হইল পত্তন ।
জ্ঞান ধর্ম্ম কৈল ভব জলধি বন্ধন ॥

জীবন।

অখণ্ড মার্ত্তণ্ড সম প্রবল শকতি।
প্রকাশিয়া প্রতিষ্ঠিলে ধরার রাজতি॥
সংসার উদ্যান তব হোল বিকশিত।
পুত্রকন্যা ফুটিফুল গন্ধে আমোদিত॥
জ্ঞাতিবন্ধু চারি ভিতে শোভিলা তোমায়।
বাহুবলে পশুকুল কৈলে পরাজয়॥
সেনাপতি জাতবেদা আপনি অনল।
আজ্ঞামাত্র ভস্ম কৈল কানন সকল॥
পরিষ্কার হৈল বন শোভে মর্ত্ত্য পুরী!
থরে থরে বসে গেল প্রদেশ নগরী॥
ইরাণ, ভারতবর্ষ, মিসর, তুরাণ।
যবনান, রোমরাজ্য, হইল নির্ম্মাণ॥
চৌদিগে উঠিল বাজি আনন্দ বাজনা।
আরম্ভিলা নরলোকে যজ্ঞ উপাসনা॥
অগ্রে যথা শিশু কভু পিতা নাহি চিনে।
কেবল মাতারে ধরি ব্রজে নিশিদিনে॥
তেমতি আদিতে তুমি জয়িতে ধরণী।
আশ্রিলে পূজার তরে প্রকৃতি জননী॥
মেঘ হইল বজ্রধারী ইন্দ্র দেবরাজ।
জুপিটার নামে পূজে যবন সমাজ॥

ইন্দ্র সখা ভানু ক্রমে বিষ্ণু নামধরি।
মেঘবর্ণ হইল সূর্য্যরূপ পরিহরি॥
আসিরিস নামে ভানু পূজিত মিষরে
মুরতি হরের যথা ভারত ভিতরে॥
অসিত জলধি হৈল বরুণ দেবতা।
ধন ধান্য রত্নগর্ব্বী পুত্রের বিধাতা॥
অগ্নিহইল জাতবেদা দেবী স্বরস্বতী।
রুদ্রগণ, হোতৃ, স্বাহা, ইড়া, প্রজাপতি॥
ঊনপঞ্চাশত-বায়ু রুদ্র পুত্রগণ।
প্রাণবহ গন্ধবহ আপনি পবন॥
অরুণোদয়ের দেব সিন্ধু সমীরণ।
দেবের বৈদ্য, অশ্বিনী কুমার ছুজন॥
ক্রমেতে প্রকৃতি ছবি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে।
জীবন্ত দেবতা হৈল মানবের যাগে॥
সাজিল যজ্ঞের স্থান পবিত্র শোভায়।
রক্তবাসে বিমণ্ডিত বেদি শোভাপায়॥
আচ্ছাদিত চন্দ্রাতপে প্রশস্ত অঙ্গন।
ঝুলে ফল নানাজাতি সৃষ্টির রচন॥
সুরভি কুসুম হারে চৌদিগ্ খচিত।
পূর্ণকুম্ভ আম্রসার সম্মুখে স্থাপিত॥
উদ্গাতা ব্রাহ্মণগণ গায় সামগান।
হোতাকরে হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান॥

চারি দিগে যোগাসনে বৈসি ঋষিগণ।
ভক্তিভরে যজ্ঞভাগ করেন গ্রহণ॥
স্থানে স্থানে রাজগণ মত্ত সোমপানে।
স্বর্গীয় দুন্দুভিবাদ্য বাজিছে উঠানে॥
অন্তঃপুরে বামাগণ আনন্দে মগন।
নিমন্ত্রিত জনতরে করিছে রন্ধন॥
হোমগন্ধে যজ্ঞধূমে আকাশ পুরিল।
বলির শোণিত-স্রোতে ধরণী ভাসিল॥
এইরূপে নরলোকে যজ্ঞ আরম্ভিল।
রাজনীতি জ্ঞান বল উথলি বহিল॥
প্রভাত অরুণ সম বাক্যের ঈশ্বরী।
সুধাস্রবি তবকণ্ঠে অধিষ্ঠান করি॥
প্রক্ষেপিলা করজাল উজলি ভুবন।
ফুটিল ভাষার বন অতি সুশোভন॥
ছন্দ জেন্দ ভাষাদুই বিশাল পদ্মিনী।
প্রেমবেশে মধুগন্ধে মোহিল মেদিনী॥
কবিগণ অলিকুল ঝাঁকে ঝাঁকে আসি।
থরে থরে পূর্ণ কৈল মধুর কলসী॥
জেন্দেওস্তা, মূলবেদ-সংহিতা ব্রাহ্মণ।
আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, হইল রচন॥
রাজলক্ষ্মী প্রেমভরে আশ্রিল তোমায়।
সুশোভিত স্বর্ণ-রথ তুরঙ্গে যোগায়॥

মহাকায় গজনাদে মেঘের নিঃস্বন।
সেনাগণ দাস দাসী দ্বারে অগণন ॥
বাণিজ্যের আড়ম্বর বণিক মণ্ডলে।
শোভিত বিপণি মণি রত্ন ঝলমলে ॥
ছাইল অর্ণবযানে সিন্ধু পারাবার।
বহিল নরের স্রোত সাগরের পার ॥
লৌহ প্রস্তরের পুরী শোভিল ভুবন।
মহোর্দ্ধে জয়ের স্তম্ভ স্পর্শিল গগণ ॥
সম্পত্তির সমারোহ যজ্ঞ আড়ম্বর।
কম্পিত করিল ধরা সহ ধরা ধর ॥
তাহাতে পাইল ব্যথা বিবেকির মন।
অনিত্য জানিয়া মিছা যজ্ঞ অনশন ॥
বুঝাইল বিবিমতে পুরবাসী গণে।
ত্যজিতে সে আড়ম্বর দেব উপাসনে ॥
আমোদে প্রমত্ত অন্ধ মানব সমাজ।
নির্ব্বাসিল জ্ঞানি গণে অটবির মাঝ ॥
পূর্ণ হৈল ঋষিকুলে নৈমিষ কানন।
জ্বলিয়া উঠিল ব্রহ্মসত্র হুতাশন।
ঘোরারণ্য অন্ধকার নিবিড় কাননে।
যজ্ঞকরে ঋষিগণ আলোকিত মনে ॥
বিষয় বিভবকর্ম্ম হইল ইন্ধন।
রিপুগণ হৈল বলি আহুতি জীবন ॥

প্রেম হৈল গন্ধ ভাব-কুসুমের হার।
আত্মার আহার জ্ঞানানন্দ সুধাধার॥
সুরতরঙ্গিনী বহে হৃদয় মাঝারে।
তত্ত্বজ্ঞান পুরীশোভে তাহার উপরে॥
তাহার অন্তরে জ্ঞান রত্নবেদি সাজে।
নিন্দিয়া বাসবাসনে দেবের সমাজে॥
আত্মার সাম্রাজ্য তাহে জ্ঞানে পরকাশি।
ঘোরতর সংসারের মায়া তম নাশি॥
দেখাইলা হৃদি পুরে জীবন শরণ।
যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্ব হইল রচন॥
যাঁর ইচ্ছা বিরাজিত অনন্ত আকাশে।
সূর্য্য চন্দ্র নিভাইয়া প্রজ্ঞান প্রকাশে॥
ভুবন মোহিল সেই প্রিয় দরশন।
শান্ত ঋষিকুল তাঁর লইল শরণ।
যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, শুক, বশিষ্ঠ, জনক,॥
রামচন্দ্র, শাক্য, ব্যাস, মণ্ডূক, সৌনক,।
চৈতন্য, নানক, আর শ্রীরাম প্রসাদ,॥
কবীর তুলসীদাস, কর্ত্তা আউলে চাঁদ,॥
শ্রীরামমোহন, পল, লুথর, কংফুষা,।
সোক্রাত, ক্রাতুন, ইশা, মহম্মদ, মুষা,॥
দাউদ, সুদীনবর্গ, সুধী পারকার,।
নামলুপ্ত নরোত্তম ভক্তযত আর॥

সকলেই অবনত হৈল সেই পদে।
নিমগ্ন হইল ধরা আনন্দের হ্রদে॥
এদিগে সমাজ ত্যজি প্রকৃতি জীবন।
ব্রহ্মযজ্ঞস্থলে বনে দিলা দরশন॥
আলিঙ্গিয়া নাথে সেই পরম সুহৃদে।
অনন্য মিথুন হোয়ে প্রবেশিলা হৃদে॥
জীবন বিহীন হইল প্রকৃতির ছবি।
অন্ধকার হৈল লোকে অগ্নি, চন্দ্র, রবি,॥
প্রাণহীন হৈল ইন্দ্র, বরুণ, পবন,।
যজ্ঞ শূন্য হৈল তাহে নরের ভবন॥
চৌদিগে উঠিল শোক হাহাকার ধ্বনি।
উপাসনা তৃষ্ণা হৃদে ব্যাকুল পরাণি॥
হেনকালে জাগি উঠি মহাকবি গণ।
আরম্ভিলা প্রকৃতির প্রতিমা গঠন॥
খনি হৈতে নানা ধাতু আসে ভারে ভারে।
নিন্দি ইন্দ্রধনু রঙ্গি সাজে থরে থরে॥
প্রবৃত্তির ভেদে বহু আকার নির্ম্মিলা।
সৃষ্টির শকতি আনি অঙ্গ সাজাইলা॥
কাহারো হইলরূপ জলদ বরণ।
চতুর্ভুজ পীতাম্বর অতি সুশোভন॥
হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা বিশ্ব আত্মারূপ।
শ্রীবৎসের চিহ্ন অঙ্গে প্রকৃতি স্বরূপ॥

বুদ্ধি-রূপগদা তাঁর অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত।
ভূতপঞ্চ ইন্দ্রিয়াদি শঙ্খ ধনুর্দ্ধৃত॥
মনোনিভ সুদর্শন চক্রহস্তে ধরি।
ঘূর্ণিত পবন জিনি ব্রহ্মাণ্ড বিহারি॥
পঞ্চভুত পঞ্চরূপ বৈজয়ন্তী হার।
দোলে গলে সুশোভিত মুখ সুধাকর॥
নাভি পদ্মে প্রজাপতি হৃজন শকতি।
ভাগ্য বিদ্যা-পত্নীরূপা লক্ষ্মী স্বরস্বতী॥
সহচর তপোধন দেবর্ষি নারদ।
বীণায় গায়েন গুণ সঙ্গিত কামোদ॥
ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী সুরতানে।
প্রমত্ত পদপঙ্কজে মকরন্দ পানে॥
কাহারো হইল মহা শুভ্র কলেবর।
কৃষ্ণবর্ণ কভু মহাকাল ভয়ঙ্কর॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর ধর কভু দিগবাস।
কভু শিব শান্ত কভু প্রলয় উচ্ছ্বাস॥
দীনহীন পাপি নর দুষ্কৃতির ফল।
ভবসিন্ধু উদ্গিরিত কলুষ গরল॥
পানকরি নীলকণ্ঠ হইলা আপনি।
বিরাজিত লম্বোদরে নিখিল ধরণী॥
উন্নত মস্তক হৈল আকাশ মণ্ডল।
ত্রিনয়ন শশধর তপন অনল॥

শিরে তব তুংঙ্গ জটা করুণার ভার।
যেন শ্বেত হিমশিলা ভূধর উপর॥
প্রবাহে করুণা বারি সুরতরঙ্গিনী।
বহে মর্ত্ত্যে মুক্তিস্রোত কলুষ নাশিনী॥
জটায় শোভিত কাল প্রলয়ের ফণী।
সংসারের মহামায়া অর্দ্ধাঙ্গ ধারিণী॥
কাহারো হইল ফুল্ল অতসী বরণ।
মোহিত হইল তাহে এ তিন ভুবন॥
মার্ত্তণ্ড মণ্ডল সম চরণের তল।
নলিনী প্রফুল্ল হৈল হেরি সে উজ্জ্বল॥
দশদিগ্ হৈল দশ হস্ত সুশোভন।
নিন্দি শত সুধাকর সুচারু বদন॥
লোকত্রয় দর্শি তিন নেত্র ভালে জ্বলে।
উজলে অসংখ্য সূর্য্য গগন মণ্ডলে॥
মস্তক ফলক শোভে আকাশের ঘটা।
মুকুট তারকা মালা হীরকের ছটা॥
সঙ্গে সুর রাগ ছয় ছত্রিশ রাগিণী।
ষড়ঋতু নবগ্রহ চৌষট্টি যোগিনী॥
হে নর অচিন্ত্য তব নিগূঢ় কল্পনা।
ক্ষুদ্র হৃদে কর মহাতত্ত্বের ভাবনা॥
অনন্ত আকৃতি শঙ্খ পদ্ম দিনকর।
অগণ্য ধরণী কত শত শশধর॥

দিবা নিশি ভ্রমি সবে অনন্ত গগণে ।
অশক্ত যে মহা দিক্ দেশ পরিমাণে ॥
পুর্ব্বে যাহা নিত্য কাল আছিল অমনি ।
অখণ্ড ভীষণ তম অনন্ত রজনী ॥
নাভাষিত একটীও সূর্য্য যে প্রবাহে ।
এক মহত্তত্ব ছিল পরিব্যাপ্ত তাহে ॥
যাঁর ইচ্ছা কোষে ছিল দিবস রজনী ।
অনন্ত কোটী ভাস্কর চন্দ্রমা ধরণী ॥
তাঁহার সে ইচ্ছা মহা তামসী করালী ।
মহাদেশ কালে ব্যাপ্তা ঘোর মহাকালী ॥
জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতির পরমা জননী ।
পরমা প্রকৃতি মহাশিবের ঘরণী ॥
তব কল্পনার জালে আসিয়া পড়িলা ।
মহাকালী নামে তাঁর প্রতিমা গঠিলা ॥
মহাকাল ব্যাপ্ত তম বর্ণ হৈল কাল ।
মহাদিক্ হৈল চারু অম্বর বিশাল ॥
সৃষ্টি স্থিতি সংহরণ মোক্ষ চারিভুজ ।
মহিমা মস্তক দেশ আসন অম্বুজ ॥
ললাটে ত্রিকাল জ্ঞান শোভে ত্রিনয়ন ।
বদন করাল শত ইন্দুসুশোভন ॥
কোটী অন্ধ ব্রহ্মাণ্ডের মুণ্ডমালা গলে ।
প্রলয়ের জিহ্বা লোল বদন করালে ॥

সৃষ্টিহেতু প্রসবিলা ত্রিগুণ সুন্দর।
উৎপন্ন হইল তাহে ব্রহ্মা বিষ্ণু হর॥
প্রকৃতি শকতি তিন তাঁদের রমণী।
সৃষ্টি স্থিতি লয় খেলে ব্যাপিয়া ধরণী॥
কল্পিলে তাঁদের তুমি বংশ পরিবার।
প্রতিমাতে পূর্ণ কৈলে মানব আগার॥
ত্যজিলে তখন প্রকৃতির নিজ ছবি।
সম্মুখের ইন্দ্র বায়ু অগ্নি চন্দ্র রবি॥
কবির ভাবের সৃষ্ট কল্পিত প্রতিমা।
বরিলে আরোপি তাহে সত্যের মহিমা॥
এমতে নিভিল পূর্ব্ব যজ্ঞের অনল।
উঠিল প্রতিমা পূজা হইয়া প্রবল॥
বসিল তীর্থের ক্ষেত্র মহা ধূম ধামে।
নবতর অনুরাগ বহে ধরা ধামে॥
উঠিল মন্দির মহা উচ্চ চূড়া ধর।
কাঁপিয়া উঠিল হেরি হিম ধরা ধর॥
গৃহস্থ আলয়ে চণ্ডীমণ্ডপ শোভিত।
আইনা আলোক মালে চৌদিক খচিত॥
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নির্ঘোষে অশনি
ধায় দেখিবারে যত কুলের রমণী॥
সাজে মূর্ত্তি ঝলমলে নানা আভরণ।
ধূপ ধূনা পুষ্পগন্ধে ভরিল ভবন॥

মন্ত্র পড়ি পূজা করে গুরু পুরোহিতে।
বামাগণ হুলুধ্বনি করে এক ভিতে॥
চারু স্বরে চণ্ডীপাঠ করে দ্বিজগণ।
দরিদ্র মণ্ডলে হয় অন্ন বিতরণ॥
জ্ঞাতিবন্ধু চারিদিগে অমৃত বরষে।
আরম্ভিল নৃত্যগীত মনের হরষে॥
সাজেসভা মনোহর বাসর আসর।
পলায় দিবস দেখি আলো ঘটাকর॥
মোহিল চৌদিগ মাল্য গোলাব আতরে।
অদূরে নারী মণ্ডলী শোভা বৃদ্ধি করে॥
দিব্যবস্ত্র আভরণ হীরা চকমকে।
নাচি গায়ি বিদ্যাধরী আসর চমকে॥
বেষ্টিত হেমাদ্রি ব্রহ্মপুত্র পারাবার।
ভারতের ঘরে ঘরে আনন্দ অপার॥
বহে পূজাস্রোত যথা দক্ষিণ সাগর।
ধৌত করে অসংখ্য দ্বীপের কলেবর॥
বালী জাবা বর্ণদ্বীপে স্বর্ণ লঙ্কাপুরে।
বসিল প্রতিমা পাঠে প্রতিঘরে ঘরে॥
দম্ভেতে উঠিল ফুলি নীল রত্নাকর।
পোতপূর্ণ ধনধরি বক্ষের উপর॥
উদিল সৌভাগ্য সূর্য্য ভারত আকাশে।
জ্ঞান প্রেম অনুষ্ঠান ফুটিয়া বিকাশে॥

ছুটিল সৌরভ তার সিন্ধু নদী পারে।
ইরাণ, মিষর, রোম, যুনান, ভিতরে॥
প্রতিষ্ঠিল বসোরায় কল্পনা শকতি।
গোবিন্দ কল্যাণ রায় বিষ্ণুর মুরতি॥
ইরাণে দর্পিতদেব অসুর মহত।
আকর্ষিল উপাসনে অসংখ্য ভকত॥
পবিত্রা হইল তথা হিঙ্গুলা নগরী।
ভক্তি ভরে ধরি হৃদে ভারত ঈশ্বরী॥
বিরাজিত মহামায়া ত্রিগুণা কট্টরী।
ভৈরব ভীমলোচন পীঠের প্রহরী॥
অমিত সৌভাগ্য শালী বহু জ্ঞানাকর।
ভূমধ্য সাগর ধৌত প্রদেশ নিকর॥
ফুল্ল হইল কল্পনায় বসন্ত হিল্লোলে।
আরম্ভিল মূর্ত্তিপূজা বাদ্য ভাণ্ড রোলে॥
দক্ষিণ তটেতে বসি অতি শোভাকর।
জলধি উজ্জ্বল কৈল প্রদেশ মিষর॥
মহানন্দে আরম্ভিল অর্চ্চনার ঘটা।
শোভিল মধ্যাহ্ন তুল্য নগরের ছটা॥
মঙ্গল পতাকা উড়ে মহোচ্চ পর্ব্বতে।
সাজিল দেবের স্থান হীরা মরকতে॥
বসিলেন লয়ে তথা প্রধান আসন।
ভারতের যজ্ঞেশ্বর বৃষভ বাহন॥

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধেয় শ্বেত বর্ণকায়।
প্রলয়ের কালফণী গরজে জটায়॥
জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্য সাজে শিরোশোভা।
শশাঙ্ক রমণী যাঁর সর্ব্ব মনোলোভা॥
ত্রিপত্র প্রফুল্ল পদ্ম আসে ভারে ভারে।
ভক্তিভরে পূজিতে সে পার্ব্বতী শঙ্করে॥
দক্ষিণ পবন ভরে উঠিল কল্পনা।
যবনান, রোম রাজ্যে বাজিল বাজনা॥
সম্মুখে ভূমধ্য সিন্ধু দেখিতে সুন্দর।
বাটীর দক্ষিণে যেন শোভে সরোবর॥
খচিত সাগর বহু তরণী জাহাজে।
ঘোর বাণিজ্যের ধূম যবন সমাজে॥
ভারে ভারে উঠিতেছে ভারত গৌরব।
রেসম কার্পাস বাস চন্দন সৌরভ॥
অশ্ব রথ ঘটাকরি বিচরে নগরে।
বীরাচার মল্লখেলা প্রতি ঘরে ঘরে॥
উজলে সমরানল রাজগণ মাঝে।
বীর রসে প্রপূজিত দেবতা বিরাজে॥
বজ্রধারী জুপিটার দেব সুরপতি।
মিনার্ভা, দায়না শিল্প-সমর-শকতি॥
নগরীর প্রান্তে রম্য গিরি উপবনে।
স্থাপিল মন্দির উচ্চ পরম যতনে॥

পুষ্পবনে চারিদিগ হৈল সুশোভিত।
মধুগন্ধে মধুকর মহা পুলকিত॥
এইরূপে নর তুমি হোয়ে উচ্চ মনা।
চৌদিগে করিলে স্বীয় শকতি ঘোষণা॥
সহধর্ম্ম কার্য্য বীর্য্য কারলে প্রকাশ।
দেখাইলে মর্ত্ত্যপুরে স্বর্গের আভাস॥
সাজাইলে নিজ রাজ্য মহামুল্য সাজে।
মহাবিদ্যা বিদ্যমান তোমার সমাজে॥
ধর্ম্মশাস্ত্র আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলা।
লোকভঙ্গ নিবারিতে সেতু বিরচিলা॥
স্বরূপতঃ পূজিতে সে হৃদয় শরণে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কৈলে পরম যতনে॥
আরম্ভিলে তত্ত্বজ্ঞান জগৎ ব্যাপিয়া।
লভিলে অমৃত ভব সাগর মন্থিয়া॥
প্রকাশিলে ভূততত্ত্ব শিল্প নাবিকত্ব।
সৃষ্টি বহুদ্রুত যান নাশিলে দূরত্ব॥
বাস্পগুণ আবিষ্কারি জয়িলে প্রকৃতি।
অনলাদি ভূতপঞ্চে স্থাপিলে শকতি॥
বিদীর্ণ করিলে বলে প্রকাণ্ড ভূধর।
চালাইলে রাজপথ পরম সুন্দর॥
মহালৌহ শৃঙ্খলেতে বেষ্টিলা ধরণী।
জিনিয়া লইলে হস্তে ইন্দ্রের অশনি॥

নির্ম্মি বিদ্যুতীয় তার ধাতুর সঙ্করে।
খচিত করিলে ধরা নিজ উপকারে॥
বিরচিয়া ব্যোম যান অন্তরীক্ষেচড়ি।
স্বর্গীয় বেদের জ্ঞান আত্মপুরে পড়ি॥
বাণিজ্য করিলে উচ্চ আকাশ মণ্ডলে।
পূর্ণকৈলে নিজকোষ মহামহা ফলে॥
সূর্য্য চন্দ্রগ্রহ ধরি কৈলে পরিমাণ্।
প্রকাশিলে ধরা ধামে জ্যোতিষ বিজ্ঞান॥
বিজ্ঞানের পক্ষমেলি আনন্দিত মনে।
মানস বিহঙ্গ তব উড়িল গগণে॥
যথা সহ দ্বীপ সিন্ধু নদী ধরাধর।
সহজীব পুঞ্জ পুঞ্জ আনন্দ অপার॥
গ্রহ চন্দ্রগণ সদা বেষ্টিয়া তপনে।
ঘুরিছে গভীর তম ভীষণ নিস্বনে॥
সহস্র ধরণী যার আকার প্রমাণ।
সপ্তচন্দ্র আলোদানে যাহার যোগান॥
শতবর্ষ চক্রে যার একদিন হয়।
সূর্য্যহোতে কোটী ক্রোশ দূরে যেই রয়॥
এমত বিশাল তম গ্রহগণ সহ।
ধূমকেতু অসংখ্য ঘূর্ণিত অহ রহ॥
সহকোটী উল্কাপিণ্ড মহাবেগ বান।
সূর্য্যের প্রকাণ্ড রাজ্য কৈলে পরিমাণ॥

যে সূর্য্যের গর্ভক্ষেত্র করিলে খনন।
হয় তাহে লক্ষ লক্ষ ধরণী ধারণ॥
শত শত লক্ষ ক্রোশ থাকিয়া অন্তরে।
প্রত্যহ ধরায় যেই তমোনাশ করে॥
তাহার দুর্ব্বোধগম্য দূরতা মাপিলা।
নিজশক্তি স্মরি নিজে মোহিত হইলা॥
উঠিল মানস তব উপর আকাশে।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যথা পরকাশে॥
কত মহা মহা সূর্য্য জ্বলন্ত বরণে।
অনন্তকালের চক্রে অনন্ত গগণে॥
ঘুরিছে অগণ্য সৌর জগতের সহ।
সঙ্ঘট্ট ঘর্ঘর নাদে মহা সমারোহ॥
আশ্চর্য্য সৃষ্টির লীলা করিলা বিধাতা।
কি আনন্দ বহে তথা কেজানে বারতা॥
একৈক মণ্ডল যার শত সূর্য্য সম।
নিখর্ব্ব সঙ্খ্য ক্রোশান্তে গণনা বিষম॥
কিরণের ছটা যার তত দূর হোতে।
লক্ষ লক্ষ বর্ষ লাগে ধরায় আসিতে॥
হেন পুঞ্জ পুঞ্জ লোক আলোচনা করি।
শোভিলে ধরণী জ্ঞানে জয়ি সুরপুরী॥
ফেণ তুল্য ক্ষণস্থায়ি মর্ত্তের জীবনে।
উদ্ধারিলে মহামৃত ধরার পোষণে॥

কেজানে এখন তুমি আরো কি করিবে।
চন্দ্রকে ধরিবে কিম্বা জলদে বান্ধিবে॥
ছুটিবে শকতি তব হেন, লয় মনে।
অদম্য প্রকৃতি রাজ্যে অসীম গগণে॥
আরবের অগ্নি সিন্ধু রুদ্র মরুভূমি।
বহে যাহে মৃত্যুস্রোত সংহার উরমি॥
তব হস্তে শোভিবে তা-উদ্যান যেমন।
কাশ্মীরের পুষ্পবন-নন্দন কানন॥
মরীচিকা মায়া পুরী পুরিবে মানবে।
পূর্ণ হবে ধন ধান্য অতুল বিভবে॥
ঘুচি মায়া মৃগতৃষ্ণা-বালুকা সাগর।
চৌদিগে শোভিবে বারিপূর্ণ সরোবর॥
ইন্দ্রের রাজতি মেঘ তোমার আদেশে।
প্রয়োজন যথা বৃষ্টি বর্ষিবে সে দেশে॥
কোটীগুণে ধরা তুমি করিবে উর্ব্বরা।
নিম্ব হোতে অভিস্রুত হইবে শর্ক্করা॥
ছাগ সিংহ শয়ন করিবে একস্থানে।
বহিবে অজস্র সুখ স্বর্গীয় বিজ্ঞানে॥
তড়িত হইবে অশ্ব রথের যোগান।
চালাইবে যন্ত্র যান মহা বেগবান॥
পুরিবে মানবাবাস মোহন সঙ্গীতে।
সমরে মহাস্ত্র হবে বিপক্ষ নাশিতে॥

মন্দবায়ু বিনাশিবে তোমার নিয়োগে।
প্রকাশিবে স্বর্গধাম মানবের যোগে ॥
পিতৃলোক হোতে বার্ত্তা বহিমর্ত্ত্য পুরে।
সংসারের মৃত্যু শোক তাড়াইবে দূরে॥
অন্তের বারতা তাহে হইবে প্রকাশ।
দেখাইবে জীবাত্মার স্বরূপ আভাস ॥

আত্মা।

কেবুঝিবে সেই তত্ত্ব মহত্ত্ব অপার।
যে আদেশে হৈল নর আত্মার প্রচার॥
ঈশ্বরের প্রতিনিধি অমৃত শকতি।
তবদেহে অবতীর্ণ হৈল আত্মজ্যোতি ॥
শূন্যবর্ণ স্বচ্ছ জিনি সূর্য্যকান্ত মণি।
প্রতাপ কম্পিত সূর্য্য অনল অশনি ॥
চৈতন্য- মুরতি -জ্ঞান-নয়ন সুন্দর।
মানস-মস্তক হৃদি-প্রীতি সরোবর ॥
অনুষ্ঠান—ভুজপাশ প্রেম—আলিঙ্গন।
ইচ্ছাশক্তি পদদ্বয়—ব্রহ্মাণ্ড ব্রজন ॥
অনন্ত আবাস বাটী আত্মীয় নগরী।
শান্তির সমীর বহ আনন্দ লহরী॥
সুকৃতির পুরী হৃদি—সরসীর তটে।
প্রেম-সূর্য্য ভাতি আশা-আকাশের পটে॥

দীপ্যমান চারিদিগে আলোকের ছটা।
যোগবল মহাশক্তি প্রজ্ঞানের ঘটা॥
এহেন সুন্দর তব আত্মার গঠন।
নির্জ্জীব জগতে দান করিল জীবন॥
ভূত পঞ্চ সম্মিলিত সহায় হইল।
জড়ছিল বসুন্ধরা চেতন পাইল॥
স্বপ্নবৎ জড়দেহ আত্মার সঞ্চারে।
মহা মহা কীর্ত্তিকৈল জগৎ মাঝারে॥
বুঝিলাম আত্মা তব স্বরূপ আপন।
জড় রাজ্যে কার্য্য হেতু দেহের যোজন॥
যে দিন হইবে জড় সম্বন্ধ বিনাশ।
আত্মার স্বরূপ তব হইবে বিকাশ॥
বীজকাটি হয় যথা অঙ্কুর বাহির।
আত্মার উত্থান তথা পতনে শরীর॥
পড়িবে শরীর তব কেকরে বারণ।
সংসারের আড়ম্বর হবে অদর্শন॥
কান্দিবে হেথায় তব আত্মীয় স্বজনে।
হাহাকার শোকধ্বনি উঠিবে ভবনে॥
অগ্নিদগ্ধ করি ভস্ম করি তব দেহ।
কৃত্তিস্মরি ফিরি সবে আসিবেন গৃহ॥
হোথা তব পুনর্জ্জন্ম হবে সুরাবাসে।
আসিবেন পিতৃগণ সুখে তব পাশে॥

হেরিবে ব্রহ্মাণ্ড শোভা বিজ্ঞান নয়নে।
পুলকিত হবে হেরি নবীন দর্শনে॥
অধ্যাত্ম—তাড়িত-ইচ্ছা-শক্তি প্রদর্শন।
সূক্ষ্মদেহ ধারি চন্দ্রানল সুশোভন॥
চিনিবে সকলে তুমি স্মরণ নয়নে।
ভুলিবে পার্থিব মায়া প্রেম আলিঙ্গনে॥
মৃত পিতা মাতা পত্নী পুত্র সহোদর।
হেরিবে সকলে পুন ভরিয়া অন্তর॥
মিলিত প্রীতির সহ মুক্তি অনুভবি।
পূজিবে ঈশ্বরে দিয়া প্রেমের সুরভি॥
সহস্র ইন্দ্রিয় দ্বার চৌদিগে ফুটিবে।
সঙ্গীত সুগন্ধ প্রেমে দেখিতে পাইবে।
বিনাযন্ত্রে সঙ্গীতের বহিবে লহরী॥
বিনা পুষ্পে পুষ্পশোভা সুগন্ধ বিচরি।
চারিদিগে মহানন্দে খেলিবে আহ্লাদ॥
বিনাফলে মিষ্টতার পাইবে আস্বাদ।
বিনা পঞ্চ ভূত জড় সৃষ্টির স্বরূপ।
হেরিবে মানস ভরি দৃশ্য অপরূপ॥
সহস্র রম্য উদ্যান! নন্দন কানন।
হিরার সাগর শত আনন্দ তপন॥
সুরাবাস শোভাবহু হৈম নিকেতন।
ধরণীর সর্ব্বসুখ সূক্ষ্ম দরশন॥

হেমকান্তি সুশোভিবে বিনা আভরণে।
হবে সুখি দেখি মুখ বিবেক দর্পণে॥
যে সমুদ্র এবে বহে তরঙ্গ ভীষণ।
সন্ধিবে তাহাতে জ্ঞান হইয়া মগন॥
সামান্য সে রত্নাকর মন্থিয়া তখন।
ঐশশক্তি মহাসুধা করিবে ভক্ষণ॥
প্রবেশিবে মহাতেজে জিনিয়া বিজলী।
প্রকাণ্ড ভুধর হিম গিরি বক্ষঃস্থলী॥
আকর্ষিবে তাহা হোতে স্বর্গীয় বিজ্ঞান।
জ্ঞান সুধা পানে হবে মহাবল বান॥
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণে তারকা মণ্ডলে।
বেড়াইবে তীর্থকরি মহা কুতূহলে॥
মিত্রতা করিবে তথা দেবগণ সহ।
ঈশ্বরের যশোগায়ি ভ্রমি অহ রহ॥
সর্ব্বত্র হইতে লভি ব্রহ্মজ্ঞান সুধা।
পুরাবে চিত্তের প্রেম বিজ্ঞানের ক্ষুধা॥
তাহাতে হইবে যত পুণ্যের সঞ্চার।
পাইবে ততই সুখ আনন্দ অপার॥
সৃজন পালন লয় করে যেই জন।
সর্ব্বত্রে তাঁহার হস্ত করিবে দর্শন॥
সর্ব্বত্রে তাঁহার পদ পূজিত দেখিবে।
মহা সমারোহ হ্রদে গমন হইবে।

বিমল হৃদয় থাল ভরি ভক্তি ফুলে।
উঠিবে তোমার আত্মা তাপস মণ্ডলে॥
স্বরূপতঃ পূজিবে সে হৃদয় শরণে।
নিষ্কাম সমাধি লবে তাঁহার চরণে॥
অনন্তের পদাশ্রয়ে অনন্ত জীবন।
অনন্তের অধিকার পাবে তব মন॥
অনন্ত আনন্দ ভাগ্ লভি পুণ্যফলে।
স্বর্গহোতে স্বর্গলোকে যাবে কুতূহলে॥
কেজানে কিরূপ সেই আনন্দ আস্বাদ।
বর্ণিতে কল্পনা শক্তি গণে পরমাদ॥
বুদ্ধি তত্ত্ব দর্শনাদি পরাভব মানে।
বচনে বুঝাতে সেই অন্ত্যেষ্টি বিজ্ঞানে॥
হারিলাম নর তব স্বরূপ চিন্তনে।
ইচ্ছাহয় পরলোকে যাই এইক্ষণে॥
দেখিগিয়া তথা কিবা আনন্দ প্রকাশে।
কিহেতু যে যায় সেই নাহি ফিরে আসে॥
হা! মোর অধম মন কেনকর আশ।
দেখিতে সে দিব্য ধাম-রম্য সুরাবাস॥
মৃতপুত্র কন্যাদারা জনক জননী।
সুরালয় শোভাকর দেব ঋষি মুনি॥
তাঁরা কি সেখানে পুন হবেন তোমার।
পুন কি বহিবে পরিচিত সুধাধার!॥

ব্রহ্মানন্দ শান্তিজলে হইবে শীতল।
পাপ তাপ দূরে যাবে হবে নিরমল ॥
যা হউক ছাড়হ তুমি সে সব কামনা।
সৃজন কারণে সদা করহ ভাবনা ॥
সকল শোকের শান্তি হয় যে চরণে।
যাঁহার ইচ্ছায় প্রাণ রহে ত্রিভুবনে ॥
মাতার জননী যিনি পিতার জনক।
একছত্রা রাজ্য যাঁর ভূলোক দ্যুলোক ॥
দরিদ্রের ধন যিনি দুর্ব্বলের গতি।
পাপির ত্রাণের কর্ত্তা অন্ধজন জ্যোতি ॥
পুণ্যাত্মার ফলদাতা ভকত বৎসল।
পূজ তাঁরে সদা হৃদি করিয়া সরল ॥
ধরহ বৈরাগ্য ত্যাজ সংসার বাসনা।
শুদ্ধ তাঁরে চাও ত্যজি সুখের কামনা ॥
তাহে যদি সুখ মেলে করিও গ্রহণ।
নচেৎ সে সুখে তব নাহি প্রয়োজন ॥
পূজিতে তাঁহারে যদি গরল উথলে।
প্রণমি তাঁহারে পান করো কুতূহলে ॥

সম্পূর্ণ।